তারিখ JAN 28 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

দেশের একমাত্র জরিপ শিক্ষা কেন্দ্রটি মস্তানদের কাছে জিম্মি

কুমিল্লায় বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট ৮৫ বছরেও পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি

এমজি মাহফুজ (কুমিল্লা) : বৃটিশ আমল থেকে বর্তমান সরকার পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারের চরম সিদ্ধান্তহীনতা এবং অদূরদর্শিতার কারণে এদেশের একমাত্র সুপ্রাচীন জরিপ শিক্ষার অনন্য প্রতিষ্ঠান কুমিল্লা-কোটবাড়ী সড়কের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপিত বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট অদ্যাবধি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠতে পারেনি।

সুদীর্ঘ প্রায় ৮৫ বছর পূর্বে ১৯১৪ সালে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার এতদঞ্চলে জরিপ শিক্ষার সুবিধার্থে কুমিল্লার ময়নামতি পাহাড়ের পাদদেশে বেঙ্গল সার্ভে স্কুল নামে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৭ সালে দীর্ঘ ২০০ বছরের বৃটিশ শাসন অবসানের পর এদেশ স্বাধীন হলে তদানীন্তন পাক সরকার এ প্রতিষ্ঠানটি ইস্ট পাকিস্তান সার্ভে ইনস্টিটিউট হিসেবে নামকরণ করে। ১৯৫২ সালে এ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভূমি ময়নামতি সেনানিবাস প্রতিষ্ঠার সুবিধার্থে পাক সরকার অধিগ্রহণ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে হস্তান্তর করা হলে সার্ভে ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম সাময়িকভাবে অচল হয়ে যায় এবং কুমিল্লা শহরের উপকণ্ঠে অভয় আশ্রম প্রাঙ্গণে এর কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। এ অবস্থায় ১৯৫৮ সালে কুমিল্লার বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী দানবীর মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য শহর সংলগ্ন কোটবাড়ী সড়কের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ রামমালার প্রায় ২০ একর জমি সার্ভে ইনস্টিটিউটের জন্য দান করেন এবং এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দালানকোঠা ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে চালু রাখেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি নতুনভাবে বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট হিসেবে নামকরণ করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ২ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন সার্ভে এবং ১ বছর মেয়াদী আমিনশিপ শিক্ষা কোর্স চালু হয়। ১৯৮১ সালে তদানীন্তন সরকার ডিপ্লোমা ইন সার্ভে কোর্সকে ৩ বছর মেয়াদে চালু করার পদক্ষেপ নিলেও অদ্যাবধি ডিপ্লোমাধারীদের চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক কোন উদ্যোগ সরকারীভাবে গৃহীত না হওয়ায় ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সমাপ্ত করেও শত শত ছাত্রকে পূর্বের ন্যায় সার্ভেয়ার পদেই চাকরি নিতে হচ্ছে।

বর্তমানে দেশের একমাত্র এ প্রতিষ্ঠানটির প্রধান সমস্যা হল, এর একাডেমিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের দক্ষতা। বিগত ৮৫ বছরে এ প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিকভাবে পরিবর্তন হয়েছে ৬ বার এবং একাডেমিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ৪ বার। তন্মধ্যে ১৯৮৭ সালে এরশাদ সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের এবং একাডেমিক নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত করে। এ দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের কারণে ও বিভিন্ন টানাহেঁচড়ার জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘকাল যাবৎ উন্নয়ন ও অগ্রগতি থেকে অবহেলিত রয়েছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানে ১০ জন বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের প্রয়োজন হলেও রয়েছেন মাত্র ৪ জন। এ প্রতিষ্ঠানে ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স চালু হবার পর দীর্ঘ ১৮ বছরেও কোন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি।

কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ এসএসসি পাস প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রায় ২০০ ছাত্রের এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে মাত্র একজন অফিস সহকারী ও একজন টাইপিস্ট। অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এ প্রতিষ্ঠানের দাপ্তরিক কাজে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী বা পিয়ন নেই। প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা বা প্রিন্সিপাল ও অন্য শিক্ষকদের জন্য কোন আবাসিক বাসভবন নেই। বৃটিশ আমলের প্রদত্ত ও সংরক্ষিত যন্ত্রপাতি এবং জরিপ শিক্ষার উপকরণের সাহায্যেই অদ্যাবধি জোড়াতালি দিয়েই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

প্রায় ২০ একর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানের চারদিকে সীমানা দেয়াল না থাকায় বর্তমানে এ বিশাল এলাকাটিতে চোর, ডাকাত, মস্তান ও সমাজ বিরোধীদের আস্তানা গড়ে উঠেছে। স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মস্তান ও সন্ত্রাসী চক্র ছাত্রদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে বখরা আদায় করছে বলে জানা যায়। এ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভূ-সম্পত্তিতে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান মেহগনি ও ফলমূলের গাছপালা এবং পুকুরে চাষ করা বড় বড় মাছ এসব মস্তান ও সন্ত্রাসী গায়ের জোরে এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রকাশ্যে তুলে নিয়ে যায়। সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার অধ্যয়নরত ছাত্ররা এখানে মস্তানদের হাতে জিম্মি। কথা বাহুল্য, তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে ছাত্রদের ভর্তির সময় এসব চিহ্নিত মস্তানই তাদের পছন্দ মত ছাত্রকে ভর্তি করাতে সক্ষম হয়। প্রতি ছাত্রকে ভর্তির জন্য মস্তানদের ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে হয়।

প্রায় ২০ বছর পূর্বে এ ইনস্টিটিউটের একাডেমিক ও অফিস ভবনটি ব্যবহারের অযোগ্য হিসেবে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ঘোষণা করা হলেও অদ্যাবধি ঝুঁকি নিয়ে এ জরাজীর্ণ ভবনেই কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া ছাত্রাবাসটিও ঝুঁকিপূর্ণ হলেও নিরুপায় হয়ে ছাত্রদের তাতেই থাকতে হচ্ছে। ছাত্রদের অভিযোগ, এদেশের একমাত্র সার্ভে ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটটির প্রতি গণতান্ত্রিক সরকারের কোন দায়-দায়িত্ব আছে বলে মনে হয় না। তাদের দাবী হল, সার্ভে ডিপ্লোমাধারীদেরকে পলিটেকনিক ডিপ্লোমাধারীদের সমমর্যাদা প্রদান করতে হবে, সার্ভে বিষয়ে ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করতে হবে এবং প্রতিটি কোর্সের আসন সংখ্যা অন্তত দ্বিগুণ করতে হবে। দেশের একমাত্র এ গুরুত্বপূর্ণ সার্ভে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি রাজধানী থেকে বহুদূরে প্রতিষ্ঠিত হবার কারণেই সরকারের সুদৃষ্টি হতে বঞ্চিত থাকায় আজ পুঞ্জীভূত সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে।

দেশ, জাতি ও জনগণের কল্যাণে জরিপ শিক্ষা অপরিহার্য বিধায় এ প্রতিষ্ঠানটির সমস্যাগুলো দূর করা একান্তই প্রয়োজন।